বই হতে চাই

নিজের সম্পর্কে বলার মতো তেমন কিছু জমা হয়ে নেই আমার তহবিলে। খতিয়ে দেখেছি, জমার চেয়ে খরচের খাতার পাতাতেই বেশি অক্ষর। আর আমার তো সেরকম জীবনও নয়, যা নিয়ে গড়ে উঠবে চমকপ্রদ চিত্রনাট্য। ধরা বাঁধা জীবন। দাবার ছকের মতো। কোন্ গুটি কখন ক'পা এগোবে কোন দিকে সবই মাপা জোকা। তদুপরি শিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রীকে যদিবা জানি খানিক খানিক, ব্যক্তি পূর্ণেন্দু পত্রী আমার ধরা-ছোঁয়ার, বোঝা-বুঝির এক্তিয়ারের বাইরে। নিজেকে দেখতে কেমন তা জানার জন্যে আয়না। সে তো বাইরেটা দেখা। ভিতরেরটা কে দেখাবে? তুবও দেখি। সময়, সমাজ, সমালোচনা, কথাবার্তা, ঠাট্টা-ইয়ার্কি, মেলামেশা, চিঠিপত্র এরাই হয়ে দাঁড়ায় আয়নার পরিবর্ত। সেইভাবে দেখা বা জানা সঠিক হলে ঘুমের জন্যে ক্যামপোজ লাগার কথা নয়। অথচ লাগে। কারণ সেসব জানাও ভয়ানক জটিল। একই লেখা পড়ে কিংবা একই ছবি দেখে একপক্ষ যখন মালা পরাবার জন্যে খোঁজে মাথা, আর অপরপক্ষ জবাই করার জন্যে খোঁজে গলা, আত্মপরিচয় লাভ তখন যে খণ্ডিত হতে বাধ্য, সেটা প্রমাণের জন্যে উকিল-মোক্তারের বাড়ি দৌড়াবার দরকার হবে না নিশ্চয়। কথা বলতে গিয়েই টের পেলাম, কেমন যেন ফাঁপা। প্রশ্নের হ্যাঁ-হু উত্তর দিয়ে ভাগালাম। তিনি যদি বাইরে গিয়ে রটান যে পূর্ণেন্দু পত্রী লোকটার বড্ড দেমাক, আদৌ কি মিথ্যে বললেন তিনি? কথা বলতে গিয়েই আঁচ পেলাম ভিতরে জ্বলছে পাঁজর-পোড়ানো আগুন, কথা বলাবলি চলল দূর পাল্লার গাড়ির মতো স্টেশন পেয়েও না থেমে। অপরিচিত জনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় বন্ধুবান্ধবেরা বা অন্য কেউ যখন বলেন-ইনি একাধারে কবি, শিল্পী, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, চলচ্চিত্রকার অ্যান্ড হোয়াট নট্ কলহাস্যে মুখরিত হয়ে ওঠে পরিবেশ। যিনি বলেন এবং যিনি শোনেন তাদের উভয়ের মুখের রেখাতেই তখন কিম্ভুতকিমাকার এক বিস্ময়। যেন হাঁসজারু গোছের কোনো আজব প্রাণীর একজন চাক্ষুষ পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন আরেকজনের। সুসভ্য সুসজ্জিত মার্জিত এক ক্লাউনের মত লাগে তখন নিজেকে। আর ওই সব মুহূর্তে চমৎকার বুঝে যাই, ভুল করেছি কোথায়। আমারও অন্বিষ্ঠ হওয়া উচিত ছিল ক-বাবু, খ-বাবু, গ-বাবু, ঘ-বাবু, ঙ-বাবুদের মতো একমুখীনতা। কবিতা লিখছি তো কবিতাই, উপন্যাস তো আজীবন শুধু উপন্যাস। গান গাইছি তো অহোরাত্র শুধু গানই। ছবি তো লাগাতার ছবিই। অস্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার সময় দ্রোণাচার্য যেভাবে শেখাতেন, সেটাই এখনকার মডেল। যা তোমার টারগেট, তার বাইরের সব কিছুই থাকবে তোমার দৃষ্টির অন্তরালে। ঔপন্যাসিকের কাছে ছবি আঁকিয়ে এসে আমন্ত্রণ জানালে তিনি করজোড়ে বলে উঠবেন, মাপ করবেন ভাই, ছবি-টবি আমি দেখিও না, আর বুঝিও না। আর এই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝে যাব ঔপন্যাসিক হিসেবে কী পরিমাণ একনিষ্ঠ অথবা নিষ্ঠাবান তিনি।

হিন্দুদের পক্ষে বহুবিবাহ যে অপরাধ, তাকে আইনের সম্মান দিয়েছে আদালত। বুদ্ধিজীবীর পক্ষে বহু বিষয়ে আগ্রহও যে কোন ক্ষমাহীন অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না, এ নিয়ে আদালতে এখনও কেউ দরখাস্ত লেখেননি বলেই আমি এবং আমার মত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এখনও সৌভাগ্যবশত জেলখানার বাইরেই।

নিজেকে সম্পূর্ণ জানি না। যেটুকু জানি, কবুল করছি।

আমি মদ্যপান করি। অতএব মাতাল। স্ত্রীর প্রতি প্রগাঢ় আনুগত্য এবং পর্যাপ্ত অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও কখনো কখনো অন্য কোনো রমণীকেও মনে হয় মায়াবনবিহারিনী। অতএব আমি লম্পট। গ্যেটে, পুশকিন, গোগোল, পিকাসো, হাইনে প্রমুখের সচিত্র জীবনী পড়তে পড়তে আমার ভিতরে কখনো কখনো এইরকম আর্তনাদ ভেসে ওঠে, ঈস্, এইরকম সব নারীদের প্রবল আকর্ষণ এবং প্রবলতম প্রত্যাখানের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য পেলে হয়তো আমিও ছুঁতে পারতাম প্রতিভার স্বর্ণশিখর। অতএব আমি উচ্চাভিলাষী, দুঃশ্চরিত্র, কল্পনাপ্রবণ এবং শৃঙ্খলাভঙ্গকারী। আমার অধিকাংশ বন্ধু রাজনীতি বিদ্বেষী। অথবা রাজনীতি-উদাসীন। অতএব আমি কমিউনিস্ট। ডস্টয়ভস্কি বা বালজাক এখনো আমার প্রিয় লেখক। অতএব আমি অনাধুনিক। প্রচুর প্রেমের কবিতা লিখেছি এবং লিখতে ইচ্ছুক। অতএব আমি রোমান্টিক। রাজনীতি সমাজ-বাস্তবতা এখনো আমার কবিতাকে জোগায় সারবান ও সমৃদ্ধ হওয়ার পথ্য। অতএব আমি রিয়ালিস্ট। চিঠিপত্রের উত্তর লিখতে বড্ড দেরি হয়ে যায় আমার। কখনো কখনো সাত মাস। অতএব আমি আলস্যপরায়ণ। একদিনে তিনটে চারটে মলাট আবার এগারো দিনে একটা গোটো উপন্যাস। অতএব কর্মঠ। আমি চাকরি করি। অতএব আমি চাকুরে। চাকরিতে আমার কোনো করণীয় নেই। অতএব বেকার। আমি দোতলা বাড়ি বানিয়েছি। অতএব ধনী। গৃহনির্মাণজনিত ঋণ পরিশোধে আমি অক্ষম ও বিপন্ন। অতএব দরিদ্র। বালজাকের মতো আমারও ইচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম এবং মহামূল্য সামগ্রী দিয়ে সংসার সাজাতে। অতএব আমি অবচেতনে বুর্জোয়া। টলস্টয়ের মতো একেবারে দীন-হীন মানুষের মধ্যে হারিয়ে যেতেও ইচ্ছে জাগে বারবার, অতএব চেতনে প্রলেতারিয়েত।

এবার থামা যাক। এত বকবকানির দরকারটাই বা কেন? কি এমন পীর-পয়গম্বর যে লোকে হাঁ হয়ে শুনবে এসব পাঁচালি? কয়েকটা দোষ-গুণের ফিল্ম, কিছু ভালো-মন্দের কবিতা, কেউ পড়েনি এমন গোটা কয়েক ছাপা না-ছাপা উপন্যাস, দশ-বিশটা আধা-গম্ভীর প্রবন্ধ, এইতো মোট পুঁজি-পাটা। না, বাদ গেছে একটা, মলাট। একদিন সৃষ্টির অফুরন্ত উৎসার ছিল ওইখানে। আত্মপ্রকাশের প্রথম না হলেও প্রধান মাধ্যম। এঁকেছিও অনেক। সম্রাট হর্ষবর্ধনের ভঙ্গীতে বিলিয়েছি অঢেল। হাজার ছাড়িয়ে গেছে হয়তো। মলাটই আমাকে সম্মানিত করেছে সকলের আগে, সকলের সামনে। মলাটটাই হাতে তুলে দিয়েছে প্রথম রুজি-রোজগারে সুখ-স্বাদ। কপালে পুরস্কারের চন্দন টিপ। এমনকি এক সময় পাড়াগাঁর অজ্ঞাত অন্তরালে হারিয়ে যাওয়া থেকেও টেনে তুলে এনেছিল এই শহরের শ্রম-মুখর

মঞ্চের মাঝখানে। যদিও জানি, এই মলাটেরাই সকলের আগে হারিয়ে যাবে বিস্মৃতির অন্ধকারে। শুরুও হয়ে গেছে তার সূচনা। যে পত্রিকাকে একদিন সাজিয়েছি রক্ত ঢেলে, সেখানেও, তাদের বিশেষ স্মৃতি-সংখ্যায়, উল্লেখ থাকে না কোনো শিল্প নিদর্শনের।

রবীন্দ্রনাথ ছবিকে বলেছিলেন—শেষ বয়সের প্রিয়া। ওই হিসেবে মলাট আমার বাল্যকালের বিয়ে করা বৌ। তা হলে কবিতা? না কবিতাই বরং বাল্য-বিবাহের বৌ। মলাট দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। দুই সতীনের ভালোই ভাবসাব এখনো পর্যন্ত। তবে দ্বিতীয় পক্ষের সঙ্গে ক্রমশই বনিবনাটা আসছে কমে। তার বদলে দ্বিতীয় পক্ষেরই আর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তার সঙ্গে চলেছে আমার আধা গোপন আধা-প্রকাশ্য প্রণয়। তার নাম, ছবি। কবিতার বিধবা-মার্কা বইকে ছবি দিয়ে সালঙ্কারা করার অবিকল ইচ্ছে আজকাল মনের মধ্যে। কবিতাকে নিয়ে ছবি। কবিতার জন্যে ছবি। কবিতার মতো ছবি। সিনেমা আমার মেজাজ-মর্জির খাপের মাপের শিল্প নয় সম্ভবত। সেই কারণে গোড়া থেকেই একটা 'লাভ-হেট' অর্থাৎ আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক। দুদিন গলায় গলায় ভাব তো, দশদিন বাক্যি বন্ধ। এক ধরনের সম্ভ্রান্ত ভিক্ষেবৃত্তি ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকে এই শিল্পের মধ্যে, মাঝে মাঝে মনে হয় আমার মত দু-একজন ভাগ্যবানের বেলাতেই এটা হয়তো প্রযোজ্য নয় যতটা অন্য সব উঠতি প্রতিভাদের বেলায় প্রকট। আমি যা নই, তার উল্টোটা প্রমাণ করে অহোরাত্র বাহোবা কুড়োনোর আর বক্তব্য বিলোনোর প্রাণান্তকর প্রতিযোগিতায় পাছে আমার হাঁপানীর অসুখ শরীর ছেড়ে সংক্রামিত হয়ে যায় চেতনায়, সেই ভয়ে শিউরে উঠেই সরে আসতে চেয়েছি এই রজতকান্তি শিল্পমাধ্যমটি থেকে। অন্তত কিছু দিনের জন্যে একান্তই জরুরী এই স্বেচ্ছা-অবসর। অতি দ্রুত আন্তর্জাতিক খ্যাতির মেডেল না পেলেও আমার চলবে

প্রথম উপন্যাসে হাত দিয়েছিলাম ২৭ বছর আগে। হাতে হাতে পুরস্কার। তবুও ঔপন্যাসিক হওয়ার চেষ্টা করিনি। প্রধানত, ভয়ে। কোনো একটা উপন্যাস খবরের কাগজের আধুনিক মার্কেট-রিসার্চের সাপ্তাহিক ধারাবিবরণী অনুযায়ী হঠাৎ বেস্টসেলার হয়ে যায় যদি, তখন তো উপন্যাস উৎপাদনের কলকারখানা আখের দরে কিনতে চাইবে আমাকে, কাজ ফুরোলে অর্থাৎ রস শুকোলে ছিবড়ের দরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যাবে জেনেই। কুড়ি পাতা প্রবন্ধ লিখলে যা, তিন কুড়ি ষাট পাতার উপন্যাস লিখলে তার চেয়ে কুড়ি গুণ সম্মানদক্ষিণা এবং চল্লিশগুণ খ্যাতি। তবুও উপন্যাস লিখি না। চাকরি-বাকরি, সিনেমা-টিনেমা, একাজ-সেকাজের ফাঁক-ফোকর থেকে যখনই ছিনিয়ে নিতে পেরেছি যতটুকুই তার সবটুকু তুলে দেওয়া বই পড়া আর প্রবন্ধকে। উপন্যাস যে একেবারেই লিখিনা তা নয়। না লিখলে প্রতিপক্ষ বলবে, ক্ষমতা নেই উপন্যাস লেখার, তাই বই পড়ে টুকে-টাকে প্রাবন্ধিক হওয়ার কসরৎ।

নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে সবচেয়ে মানানসই পেশোয়া-র গোটাকয়েক লাইন—

"If after I die, they should want to write my biography

There's nothing simpler.
I have Just two dates..of my birth and of my death.
In between the one thing and other all the days are mine."

এখনো মরিনি। সুতরাং জীবনচরিত অপ্রস্তুত থাকাই শ্রেয়। তবে বাঁচা আর মরা এই দুটো তারিখের মাঝখানে যে দিনগুলোকে হাতে পেয়েছি তাদের যে আমি নিজের দিন করে নিতে পেরেছি এটাই আমার জীবনে আহ্লাদে আটখানা হওয়ার যা কিছু। ভালো-মন্দের বিচার-আচার করুক বিদ্বানেরা। আমি নিজের খুশিতে কাজ করে যেতে চাই, যখন যা পারি যখন যা ডানা ছড়াতে চায় কলমে অথবা তুলিতে অথবা ক্যামেরায়।

আরো দশটা বছর শব্দ আর রঙ নিয়ে নিজের খুশিতে কাজ করে যেতে পারলে জানবো শোধ করে যেতে পারলাম এই পৃথিবীর অগাধ ওভারড্রাফটের খানিকটা বুঝি বা। তবে কম করে আরো ৭-৮ বছর তো বাঁচতে হবেই, শরীরে ভিতরে কসবা গৌরীবাড়ি-কিংবা ইজরায়েলী অরাজকতা যতই লাফঝাপ করুক। কথাটা বলতে লজ্জা নেই। গৃহিনী গোপন কোষ্ঠি বিচারে জেনেছেন ৬০-এর মাথায় আছে নাকি আর এক সংঘাতিক প্রণয় পর্ব। সেরকম দুর্ঘটনা ঘটলে, এখন থেকেই ভয় করছে, কি না কি মহাকাব্যই লিখে ফেলবো হয়তো। হয়তো আরো লেখা, আরো আরো আরো বই।

কক্‌তো তাঁর ডায়েরিতে দু-রকম বই-এর কথা লিখেছিলেন একবার। একটা শুধু বই। আরেকটা, 'এ পার্সন টার্নড ইনটু এ বুক'।

একজন লেখক বা কবির সবচেয়ে বড় স্বপ্ন-সাধ তো এটাই যে প্রেম ও অপ্রেমের, আনন্দ ও বেদনার, অপমান ও সম্মানের, বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের, সংলাপ ও সংগ্রামের নিজেকে ক্রমাগত রূপান্তরিত করে যাওয়া অক্ষরে, বাক্যবন্ধে, বইয়ে। আর সেই কারণেই তো আমরা বলি টলস্টয় পড়লাম কিংবা রবীন্দ্রনাথ। বলি না পড়লাম ওঁদের লেখা বই।

নিজের সম্বন্ধে আমার সবচেয়ে গোপন আকাঙ্ক্ষা-বই হতে চাই।

—পূর্ণেন্দু পত্রী

দে'জ পাবলিশিং-এর প্রকাশিত স্মরণিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত।